জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল
(National Integrity Strategy)

উপস্থাপনায়ঃ মোঃ সহিদুল হক
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
মানব সম্পদ বিভাগ

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি উদীয়মান, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও নিম্ন-মধ্যম আয়ের রাষ্ট্র। আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে "জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণের" প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। 'রূপকল্প-২০২১'-এ বাংলাদেশকে ক্ষুধা, বেকারত্ব ও দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্য পূরণে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা তথা দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিপালন অপরিহার্য। টেকসই উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার প্রশাসনের সকল পর্যায়ে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলরে রূপকল্প (vision) এবং অভিলক্ষ্য (mission) নিম্নরূপঃ

- রূপকল্প (vision): সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা;
- অভিলক্ষ্য (mission): রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা।

সার্বিক বিচারে নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে

(ক) রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

- ন্যায়পাল
- নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসন
- জাতীয় সংসদ
- দর্নীতি দমন কমিশন
- স্থানীয় সরকার
- বিচার বিভাগ
- নির্বাচন কমিশন
- অ্যাটর্নি জেনারেল
- সরকারি কর্মকমিশন
- মহা হিসাব
- নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়

(খ) অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

- রাজনৈতিক দল
- এনজিও ও সুশীল সমাজ
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
- গণমাধ্যম

- বেসরকারি খাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান

শুদ্ধাচারের ধারণা

- শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষতাকে বোঝায়।
- ব্যক্তিপর্যায়ে এর অর্থ হল কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা তথা চরিত্রনিষ্ঠা।
- ব্যক্তির সমষ্টিতেই প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি পর্যায়ে শুদ্ধাচার অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপর্ণ।
- শুদ্ধাচারের বিষয়টি দুর্নীতি প্রতিরোধের ধারণা থেকে এসেছে।

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রণীত উল্লেখযোগ্য আইন

- দর্নীতি দমন কমিশন, ২০০৪ ;
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ ;
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ;
- ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ ;
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ ;
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ;
- মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ ;
- মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন-২০১২।

এ আইনগুলো দ্বারা দর্নীতি করা কঠিন করা হয়েছে।

শুদ্ধাচার প্রতিপালনে সরকারী দপ্তর/সংস্থার অন্যতম করণীয় বিষয়

- সকল প্রশিক্ষণ সিডিউলে শুদ্ধাচার বিষয়ক ক্লাশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ;
- শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে নৈতিকতা কমিটির নিয়মিত সভার আয়োজন করতে হবে ;
- নৈতিকতা কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে হবে ;
- সেবা দানকারী প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে সিটিজেন চার্টার ওয়েবসাইটসহ দৃশ্যমান স্থানে স্থাপন ও তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদ নিশ্চিতকরণ ;
- শুদ্ধাচার বিষয়ক সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন করতে বলা হয়েছে ;
- গণশুনানির মাধ্যমে জনসাধারণের অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে ;
- সংস্থার ওয়েব সাইটে তথ্য আপডেট করতে হবে ;
- হট লাইন নম্বর চালু করতে হবে।
- গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সভা/সেমিনার আয়োজন, মাইকিং, পোষ্টার/লিফলেট বিতরণ করতে হবে ;

শুদ্ধাচার প্রতিপালনে সরকারী দপ্তর/সংস্থার অন্যতম করণীয় বিষয়

- পত্রিকায় সচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ;
- নিয়মিত অধঃস্তন অফিস সমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন এবং কার্যকরী মনিটরিং নিশ্চিতকরণ ;
- On-Line procurement (e-GP), (Electronic Government Procure-ment) চালু করতে হবে ;
- On-Line application for Consumer Connection প্রবর্তন করতে হবে ;
- পর্যায়ক্রমে On-Line bill collection (SMS Banking) কার্যকর করতে হবে;
- গ্রাহক সেবার মান যাচাই-এর জন্য E-VOTING MACHINE চালু করতে হবে ;
- সরাসরি দপ্তর প্রধানের সাথে সেবা প্রার্থীদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা সহজীকরণ ;
- ভাল কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে ;
- APA-Annual Performance Agreement -এ শুদ্ধাচারকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে ;

  সূচক প্রতিপালনের জন্য নম্বর রাখা আছে যা অর্জনে ব্যর্থ হলে APA-Annual Performance Agreement এ পয়েন্ট

  প্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি হতে পারে।

শুদ্ধাচার প্রতিপালনে ব্যক্তি পর্যায়ে অনুশীলনীয় অন্যতম বিষয়গুলো হলো

- সময়মত অফিসে আসার অভ্যাস করা ;
- সকল কাজে Positive Attitude (দৃষ্টিভঙ্গি) থাকতে হবে ;
- পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়াতে হবে ;
- তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে পারদর্শি হতে হবে ;
- উদ্ভাবনী কাজের চর্চা করতে হবে ;
- ই-ফাইল ব্যবহারে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে ;
- সততার নিদর্শন দেখাতে হবে এবং সততা লালন করতে হবে;
- শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে ;
- প্রতিষ্ঠানের বিধি-বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে ;
- ছুটি গ্রহণের প্রবণতা পরিহার করতে হবে ;
- সেবা গ্রহিতার সঙ্গে উত্তম আচরণ করতে হবে ;
- দ্রুততম সময়ে অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে হবে ;
- অভিযোগ নিষ্পত্তি করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবহিত করতে হবে ;
- স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ে সচেতন হতে হবে ;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে তৎপর হতে হবে ;
- কোন কাজের বিনিময়ে কোন উপহার/ উপঢৌকন গ্রহণ না করার মানসিকতা থাকতে হবে।
- সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে হবে ;

দপ্তর/পরিদপ্তরে করণীয়

- নিয়মিত স্টাফ সভার আয়োজন করে নৈতিকতা ও শুদ্ধাচারের মর্মার্থ সকলকে অবহিত করা এবং এ কাজে উদ্বুদ্ধ করা।

- দপ্তর প্রধানগণ শুদ্ধাচার প্রতিপালনে মনোযোগী হবেন। এ বিষয়ে নিজেকে অনুকরণীয় হিসেবে উপস্থাপন করবেন এবং দুর্নীতিমুক্ত থাকবেন।
- এভাবে দপ্তর/পরিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে শুদ্ধাচারে উদ্বুদ্ধ করে প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতিমক্ত করা সম্ভব।

পরিবারে শুদ্ধাচার

- মানষের নৈতিক জীবন ও নৈতিকতার মূলভিত্তি হল পরিবার থেকে গড়ে উঠা মূল্যবোধ। জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ যে নৈতিক মূল্যবোধ লালন ও অনুসরণ করে তার উৎস হচ্ছে পরিবার।
- প্রত্যেকটি পরিবারে নৈতিক শিক্ষার উপর জোর দেয়া দরকার। কেননা পরিবারে নৈতিক শিক্ষা শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।
- পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।
- প্রতিবেশীর সাথে সু-সম্পর্ক রাখতে হবে।
- প্রতিবেশীর অধিকার এর বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে।

অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন থেকে বিরত থাকা

- আমাদেরকে অবশ্যই সকল অনিয়ম, ঘুষ গ্রহণ, স্বজনপ্রীতি, কাউকে অন্যায়ভাবে সুযোগ সবিধা দান, কারো প্রতি জুলুম করা থেকে বিরত থাকতে হবে- এগুলোও দর্নীতি তথা শুদ্ধাচার পরিপন্থী।
- আমাদের আরো মনে রাখতে হবে- আমরা প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা/কর্মচারী। আমাদের প্রত্যেককেনিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।
- হারাম উপার্জনে গড়া সম্পদ এর জন্য শুধমাত্র আমাকেই জবাবদিহি করতে হবে। এ জন্য আমার পরিবারের কোন সদস্য দায়ী হবেন না।
- আমাদের মনে রাখতে হবে-ফরজ আদায়ের পর হালাল পন্থায় উপার্জনও ফরজ। হালাল উপাজর্ন ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত। হারাম অর্থে গড়া রক্ত মাংসের শরীর এর দোয়া কবুল হয় না। এ দোয়া উপরের দিকে যায় না। মনে রাখতে হবে যে "শরীরের রক্তে ও গোশতে অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থের সংমিশ্রণ ঘটেছে - এর দ্বারা যত ইবাদতই করা হোক তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা আল্লাহ পবিত্র; অপবিত্র কোন কি ই তিনি

  গ্রহণ করেন না।"

আচরণ

- শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় আচরণ সুন্দর হতে হবে।
- উর্ধ্বতনের উত্তম আচরণে শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি পায়।
- সাফল্য অর্জনে ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাপিয়ে পড়ার উদ্দীপনা সষ্টি হয়। অপরদিকে খারাপ আচরণ অফিস পরিবেশ নষ্ট করে।
- আমার খারাপ আচরণ যখনই কারো স্মৃতিতে আসবে- সে যে ব্যথা পায় এটাই বদ দোয়া। আর আমার ভাল আচরণ কারো মনে যে আনন্দ দেয় এটাই দোয়া।

কাজের স্বীকৃতি প্রদান

কাজের স্বীকৃতি দেয়া উচিত। কিছুই হয়নি, আপনাকে দিয়ে হবে না-এসব কথা বললে মনোবল নষ্ট হয়। বরং আমরা বলবো ভালই করেছেন। কাজ চালিয়ে যান-কাজ করলে ভাল হবেই। এভাবে বললে কাজের উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়।

আমাদের করণীয়

- দুর্নীতি প্রতিরোধ করার জন্য দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে হবে ;
- দৃঢ় নৈতিক মনোবলের অধিকারী হতে হবে ;
- সকল কাজে সততাকে লালন ও অনুসরণ করতে হবে;
- ধর্মীয় অনুশাসন মেনে জীবন-যাপন করতে হবে ;
- আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যয় করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে ;
- সব সময় প্রতিষ্ঠান এর স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে ;
- সৎ উপায়ে উপার্জন করতে হবে ;
- সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদন্ড, প্রথা ও নীতির প্রতি আনুগত্য থাকতে হবে ;
- মানুষের উপকার করার মানসিকতা থাকতে হবে;
- সহকর্মীদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে ;
- সুদৃঢ় মনোভাব, উচ্চ মনোবল, ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

উপসংহার

দেশকে ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ। প্রতিষ্ঠানকে আমরা নিজের প্রতিষ্ঠান মনে করবো। সততা, দক্ষতা, আন্তরিকতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, লোভ লালসামুক্ত হয়ে কাজ করলে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ একটি দুর্নীতিমুক্ত সুখী সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হবে। আর এটিই শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য।